শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

(মে ২০১৭ সংখ্যার পর)

সর্বগঃ সর্ববিদ্‌ভানুর্বিষ্বক্‌সেনো জনার্দনঃ।
বেদো বেদবিদব্যঙ্গো বেদাঙ্গো বেদবিৎ কবিঃ ॥২৭

শাংকরভাষ্য : সর্বত্র গচ্ছতীতি সর্বগঃ, কারণত্বেন ব্যাপ্তত্বাৎ সর্বত্র। সর্বং বেত্তি বিন্দতীতি বা সর্ববিৎ ভাতীতি ভানুঃ, 'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বম্' (কঠ ২।২।১৫) ইতি শ্রুতেঃ। 'যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্‌ ভাসয়তেঽখিলম্' (গীতা ১৫।১২) ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ, সর্ববিচ্চাসৌ ভানুশ্চেতি সর্ববিদ্‌ভানুঃ। বিষ্বগ্‌ অব্যয়ং সর্বেত্যর্থে। বিষ্বগঞ্চতি পলায়তে দৈত্যসেনা যস্য রণোদ্যোগমাত্রেণেতি বিষ্বক্‌সেনঃ। জনান্‌ দুর্জনানর্দয়তি হিনস্তি, নরকাদীন্‌ গময়তীতি বা জনার্দনঃ জনৈঃ পুরুষার্থমভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সলক্ষণং যাচ্যতে ইতি জনার্দনঃ। বেদরূপত্বাদ্‌ বেদঃ বেদয়তীতি বা বেদঃ, 'তেষামেবা-নুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥' (গীতা ১০।১১) ইতি ভগবদ্বচনাৎ। যথাবদ্বেদং বেদার্থং চ বেত্তীতি বেদবিৎ, 'বেদান্তকৃদ্‌ বেদবিদেব চাহম্' (গীতা ১৫।১৫) ইতি ভগবদ্বচনাৎ। 'সর্বে বেদাঃ সর্ববেদ্যাঃ সশাস্ত্রাঃ, সর্বে যজ্ঞাঃ সর্ব ইজ্যাশ্চ কৃষ্ণঃ। বিদুঃ কৃষ্ণং ব্রাহ্মণাস্তত্ত্বতো যে, তেষাং রাজন্‌ সর্বযজ্ঞাঃ সমাপ্তাঃ ॥'ইতি মহাভারতে। অব্যঙ্গঃ জ্ঞানাদিভিঃ পরিপূর্ণোঽবিকল ইত্যুচ্যতে, ব্যঙ্গো ব্যক্তির্ন বিদ্যত ইত্যব্যঙ্গো বা 'অব্যক্তোঽয়ম্' (গীতা ২।২৫) ইতি ভগবদ্বচনাৎ। বেদা অঙ্গভূতা যস্য স বেদাঙ্গঃ। বেদান্‌ বিত্তে বিচারয়তীতি বেদবিৎ। ক্রান্তদর্শী কবিঃ সর্বদৃক্‌, 'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা' (বৃহদারণ্যক ৩।৭।২৩) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। 'কবির্মনীষী' (ঈশ ৮) ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাৎ।

ভাবানুবাদ : ভৌতবিজ্ঞানে 'আলোক' এক রহস্যময় তত্ত্ব। অনন্য তার গতিবেগ। সত্তা হিসাবেও বড় অদ্ভুত এই আলোকশক্তি। বিজ্ঞান এখনও স্পষ্টভাবে ধরতে পারেনি তার প্রকৃত সত্তাকে—সে কি কণা (particle) না তরঙ্গ (wave), অথবা দুই-ই (duel existence)? নিজে অদৃশ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গসীমার মধ্যে, যে-স্থানে সে প্রক্ষিপ্ত হয়, সেই স্থানটিকে সে উজ্জ্বল করে দেয়। সরাসরিভাবে আলোকের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় না। একমাত্র উদ্ভাসিত স্থানটির মাধ্যমেই আলোকের উপলব্ধি সম্ভব।

এই আলোকতত্ত্বকে উপনিষদের দৃষ্টিভঙ্গিতে মনন করলে অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর ধারণা হয়। উপনিষদের মতে, স্বরূপত আলোক এক চেতনতত্ত্ব। এই দৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে এক

জ্যোতির্ময় সত্তাকে অনুভব করে কঠোপনিষদ বলেছেন, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি আদির নিজস্ব কোনও আলো নেই, ব্রহ্মের জ্যোতিতে এরা জ্যোতিষ্মান, ব্রহ্মই সকল আলোর উৎস। ব্রহ্মই স্ব-প্রকাশ (২।২।১৫)।

মুণ্ডক উপনিষদ আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, "তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ"—শ্বেতশুভ্র তিনি, সমস্ত আলোকের উৎসস্বরূপ। গীতায় শ্রীভগবান জানাচ্ছেন, সমস্ত প্রাণীর পালনপোষণকারী, মন-বুদ্ধির অগোচর, অচিন্ত্য, সূর্যের মতো উজ্জ্বল পরমাত্মা রয়েছেন অজ্ঞানের পারে। তিনি সমস্ত সংশয়, দ্বন্দ্ব ও জ্ঞানের অতীত (৮।৯)।

পিতামহ ভীষ্ম নারায়ণকে এক পরমচৈতন্যময় স্বপ্রকাশ তত্ত্বরূপে স্মরণ করেছেন, 'সর্বগঃ সর্ববিদ্ ভানু' সম্বোধনে। জগৎকারণ রূপে সর্বত্র তাঁর সঞ্চরণ, তাই তিনি সর্বগ। গীতায় পাই, "সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্" (১২।৩)—দেশকালবস্তুতে পূর্ণভাবে পরিব্যাপ্ত থাকায় তিনি সর্বত্রগ—সর্বগ এবং বিকারহীন—কূটস্থ, অচল, ধ্রুব।

তিনি সর্বগ বলেই সর্ববিদ, প্রজ্ঞাস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, প্রকাশস্বরূপ। 'সর্ববিৎ' তাঁর সর্বজ্ঞতার দ্যোতনা, অখিল জগৎ তাঁরই আলোকে উদ্ভাসিত। তাই তিনি প্রকৃত অর্থেই 'ভানু'। ভাষ্যকার গীতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, সূর্যের যে-তেজ জগৎকে প্রকাশিত করে তা যেমন সূর্যের নিজস্ব নয়, সেটি পরমেশ্বরের তেজ, তেমনই চন্দ্র বা অগ্নির ক্ষেত্রেও। তাই পিতামহ নারায়ণকে সম্বোধন করেছেন 'ভানু' নামোচ্চারণে।

ওই তেজের বর্ণনা পাই শ্রীকৃষ্ণ-সখা অর্জুনের মুখে। গীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন শ্রীভগবানের তেজের বর্ণনা দিতে গিয়ে হাজার হাজার সূর্যের তুলনা দিয়েছেন (১১।১২)—

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥

—আকাশে যদি হাজার সূর্য একসঙ্গে উদিত হয়, তাহলেও সেই প্রভাসমষ্টি এই তেজের তুলনীয় হতে পারে না। শোনা যায় ওপেনহাইমার আণবিক বিস্ফোরণ দেখে চমকে উঠে এই শ্লোকটি উচ্চারণ করেছিলেন। অকল্পনীয় শক্তিরও উৎস সেই প্রভা।

'বিষ্বক্'—এই অব্যয়ের অর্থ সর্ব। যিনি যুদ্ধের জন্য উদ্যত হওয়া মাত্র সৈন্যসেনা চারদিকে ছুটে পালিয়ে যায় তিনিই বিষ্বক্সেন। আরও অর্থ করা যায়, 'সর্বতোমুখী সেনাশক্তি যিনিষ্ট'। অর্থাৎ এটি একটি মহিমাবাচক সম্বোধন। একটি কল্যাণকারী শক্তি জগতের অন্তরালে সর্বদা ক্রিয়াশীল। দীর্ঘসময় ধরে কোনও অশুভশক্তি কার্য করতে পারে না, ধর্মশক্তি তাকে কাজ করতে দেয় না, এটি সর্বদাই উপলব্ধ সত্য। তাই নারায়ণ বিষ্বক্সেনঃ।

ক্রমশ পিতামহ ভীষ্ম চলে এলেন সগুণব্রহ্মের স্তুতিতে, ভাবে ভক্তিতে। শ্রীভগবান করুণাময়, পরমদয়ালু। প্রতি মুহূর্তে জীবের কল্যাণে ব্যাপৃত, তিনি বিষ্বক্সেন, তিনি জনার্দন। দুর্জনকে অর্দন অর্থাৎ দলন করেন বলে তিনি জনার্দন। অথবা সমস্ত প্রাণী তাঁর কাছে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স যাচ্ঞা করে, তাই তিনি জনার্দন। পরমজ্যোতির্ময়, অচিন্ত্যশক্তিমান সর্বাত্মক এক শুভশক্তি প্রাণীর অন্তরে বাহিরে নিরন্তর ক্রিয়াশীল—জগৎ নিরীশ্বর কখনই নয়। যখনই এই সিদ্ধান্ত নিগৃহীত হয়েছে, পরমুহূর্তেই বেদরূপী ধর্ম পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বমহিমায়। মৎস্য অবতারে দেখতে পাই, নারায়ণ বেদ উদ্ধার করে আনছেন—'প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্'।

বিশ্বরূপদর্শনের পরমলগ্নে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করছেন এই বলে : আপনিই শাশ্বত ধর্মের রক্ষক এবং আপনিই সনাতন পুরুষ—এই আমার অভিমত (১১।১৮)। অর্জুন বেদরূপী, ধর্মরূপী নারায়ণকে বন্দনা করেছেন অপূর্ব এক শ্লোকে—"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং

নিধানম্/ বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।" (১১।৩৮)—আপনিই আদিদেব, সনাতন পুরুষ, আপনিই এই বিশ্বের পরম আশ্রয়। আপনিই জ্ঞাতা, আপনি জ্ঞাতব্য। হে অনন্তরূপ, এই বিশ্ব আপনার দ্বারাই পরিব্যাপ্ত।

ভাষ্যকার বলছেন, তিনি বেদস্বরূপ তাই তিনি বেদ, অথবা বৈদিক সিদ্ধান্ত (আত্মজ্ঞান)-কে জীবের অন্তরে উদ্ভাসিত করে দেন, তাই তিনি বেদ। ভাষ্যকার শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত এক স্বীকারোক্তিকে উদ্ধৃত করে বলছেন, "আমার যারা প্রিয়, যারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে, তাদের তত্ত্ববোধ আমিই করিয়ে দিই। অনুগ্রহ করে তাদের হৃদয়ের অন্ধকার আমি নাশ করি, তত্ত্বজ্ঞানের দীপ জ্বালিয়ে দিই।" (গীতা ১০।১১)

পরমবৈষ্ণব পিতামহ ভীষ্ম ক্রমশ অবতারের উপাসনাতে, স্তুতিতে এসে গিয়েছেন। তিনি যেন বলছেন, তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বেদস্বরূপ। তিনিই বেদবিদ, অব্যঙ্গ, বেদাঙ্গ, বেদবিৎ কবি। শ্রীভগবান বলেছেন, "সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য বিষয় আমিই। আমি বেদান্তকৃৎ—বেদান্তের সিদ্ধান্ত বা সঠিক মর্ম নির্ণয়কারী, আমিই বেদবিদ্—বেদের তত্ত্বজ্ঞ।" (গীতা ১৫।১৫)

শাস্ত্রে 'শ্রুতিবিপ্রতিপত্তি' বলে একটি প্রচলসিদ্ধান্ত আছে। অর্থাৎ শাস্ত্রের শরণ না নিলে, ঈশ্বরের শরণ না নিলে শাস্ত্র-সংশয় থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ তুরীয়ানন্দজীর একদা ধারণা হয়েছিল, একমাত্র শাস্ত্রের ঐকান্তিক পঠন-পাঠন দ্বারাই অধ্যাত্মজীবনে এগোনো যায়, তাই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গও পরিহার করে গভীর শাস্ত্র-অধ্যয়নে নিরত থাকতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভুল ভাঙিয়ে বলেছিলেন, "ওরে কুশীলব করিস কি গৌরব, ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে?"

ভাষ্যকার মহাভারতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে বলছেন, "সমস্ত বেদ, সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত যজ্ঞ স্বরূপত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। যে ভাগ্যবান ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বত জানতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁর সমস্ত যজ্ঞই পরিসমাপ্ত হয়েছে।" তিনি কৃতকৃত্য।

যুক্তি দিয়ে পিতামহ বলেছেন, নারায়ণই পূর্ণ—'অব্যঙ্গ'। ব্যঙ্গ মানে বিকৃতি। শ্রীকৃষ্ণ অবিকারী, অচ্যুত—স্বরূপ থেকে তাঁর কখনও চ্যুতি ঘটে না।

সমস্ত বেদ বিষ্ণুর অঙ্গের ভূষণস্বরূপ। তিনি বেদাঙ্গ। সাধারণত শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ ইত্যাদি 'বেদের অঙ্গ' বোঝাতে বেদাঙ্গের ব্যবহার হয় অর্থাৎ 'বেদাঙ্গ' শব্দকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হিসাবে ব্যবহার করি। কিন্তু ভাষ্যকার অর্থ করেছেন বহুব্রীহি সমাস অনুসারে, অর্থাৎ সমগ্র বেদ যাঁর অঙ্গ তিনি বেদাঙ্গ। শ্রুতিসিদ্ধান্ত হিসাবে কেনোপনিষদের একটি মন্ত্রের (৪।৮) আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে : তস্যৈ তপো দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্—তপস্যা, দম (ইন্দ্রিয়সংযম), নিত্য ও নিষ্কাম কর্ম, ঋক প্রভৃতি বেদ, শিক্ষাশাস্ত্র প্রভৃতি বেদাঙ্গ হল ব্রহ্ম-উপলব্ধির উপায়; এবং সত্যনিষ্ঠা ব্রহ্মের আবাস বা আয়তন।

গীতার ধ্যানে আচার্য শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা হয়—'সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ... কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্' বলে। সমস্ত উপনিষদের সারতত্ত্বকে, বেদান্তসিদ্ধান্তকে গো-দুগ্ধের মতো দোহন করছেন গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি জগদ্‌গুরু, বেদবিদ। সেই ক্রান্তদর্শী, সাক্ষীস্বরূপ, দ্রষ্টারূপ পুরাণপুরুষকে পিতামহ পরমশ্রদ্ধায় সম্বোধন করছেন 'কবি' নামে। ঈশোপনিষদ ব্রহ্মকে অভিহিত করেছেন 'কবি' নামে, যার অর্থ ক্রান্তদর্শী। কবিই পারেন সমস্ত কর্মকে যথাযথ বিচার করতে, বিধান দিতে। ভাষ্যকার বৃহদারণ্যক উপনিষদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ দ্রষ্টা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনন্য কাব্যিক ভাষায় বলেছেন, ভগবান পিপঁড়ের পায়ের নূপুরধ্বনিও শুনতে পান। *(ক্রমশ)*